বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপে অংশ নিতে খুলনায় মেহেরপুরের জেলা পুরুষ ও নারী দল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণের জন্য মেহেরপুর জেলা পুরুষ ও নারী দল খুলনার উদ্দেশ্যে আজ বুধবার (২৩ নভেম্বর) সকালের রওনা দিয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান অংশগ্রহণকারীদের শুভ কামনা জানিয়ে বিদায় জানান। এসময় মেহেরপুর ক্রীড়া অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোল্ডকাপ খেলায় অংশগ্রহণের জন্য ২২ সদস্যের মেহেরপুর জেলা পুরুষ দল ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপে অংশগ্রহণের জন্য ২১ সদস্যের মেহেরপুর জেলা মেয়ে দল নির্বাচিত করা হয়েছে।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপে জেলা মেয়ে দলের সদস্যরা হলেন বন্যা, শ্রাবনী, সুমাইয়া, আদুরী, শনিতা, জুঁই, জুথি, কবিতা, রিয়া রোমানা, রিংকি, শাপলা, সিমি, রিংকি, সুমাইয়া, হালিমা, রিমা, তামান্না, নুপুর, সোনিয়া, মোহনা এবং মুসলিমা।

ছেলে দলের সদরা হলেন লিখন, ইমরান, জিহাদ, আশিক, বায়েজিদ, সাকলাইন, সায়েম আহমেদ, ওবায়দুল ইসলাম, সাদউল্লাহ, আরাফাত, অনিক, হুসাইন, সৌরভ, রিমন রেজা, বারিউল, শামীম রেজা, সোহান মিয়া, গাফফারুল, আবু সায়ীদ, সাব্বির এবং লালচাঁদ।

জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তরের উদ্যোগে খুলনায স্টেডিয়ামে এই খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

সৌদির কাছে হোঁচট খেলো আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরেছে টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট আর্জেন্টিনা। মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) গ্রুপ ‘সি’ এর ম্যাচে লুসাইল স্টেডিয়ামে ৪ টায় মাঠে নামে এই দু’দল। প্রথমার্ধ শেষে সৌদি আরবের বিপক্ষে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকে আর্জেন্টিনা। তবে বিরতি থেকেই ফিরেই জোড়া গোল করে ম্যাচে লিড নেয় সৌদি আরব। শেষ পর্যন্ত আর গোল না হলে ২-১ গোলে ম্যাচ জিতে ইতিহাস রচনা করে সৌদি আরব।

তবে, ম্যাচের শুরুতেই পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। ম্যাচে ৮ মিনিটে আর্জেন্টিনার ফরোয়ার্ডকে ফাউল করার কারণে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। পেনাল্টি থেকে গোল করে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন মেসি। প্লেসিং শটে সৌদি আরবের গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন মেসি।

এক গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। ম্যাচে লিড নিয়ে সৌদি আরবের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে আর্জেন্টিনা। সৌদি আরবও বেশ কয়েকটি পাল্টা আক্রমণ চালায়। তবে গোল করতে ব্যর্থ হয় তারা।

ম্যাচের ২১ মিনিটে ফের গোল করেন মেসি। তবে অফ সাইডের কারণে সেই গোল বাতিল হয়। ম্যাচের ২৭ মিনিটের ডিফেন্স চেরা পাসে বল পেয়ে গোল করেন মার্টিনেজ। তবে আবারও তা বাতিল হয় অফ সাইডের কারনণে। ফলে ব্যবধান বাড়ানো হয় না আর্জেন্টিনার। ম্যাচের ৩৫ মিনিটে আবারও গোল করেন মার্টিনেজ। কিন্তু আবারও অফ সাইডে বাতিল হয় গোল। এই নিয়ে অফ সাইডের কারণে ৩ টি গোল বাতিল হয় আর্জেন্টিনার।

এরপর আরও কিছু আক্রমণ চালায় আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ৪২ মিনিটে ডি পলের নেওয়া শট চলে যায় ক্রসবারের ওপর দিয়ে। শেষ পর্যন্ত আর কোন গোল না হলে ১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় আর্জেন্টিনা।

বিরতি থেকে ফিরেই গোল করে ম্যাচে সমতা আনে সৌদি আরব। ম্যাচের ৪৭ মিনিটে অসাধারণ গোল করেন আল সেহরি। ম্যাচে এখন ১-১ গোলে সমতা এনেছে সৌদি আরব। তবে ম্যাচেরে ৫৩ মিনিটে একক প্রচেষ্টায় অসাধারণ এক গোলে সৌদি আরবকে ম্যাচে লিড এনে দেন আল দাউসারি।

ম্যাচে পিছিয়ে পড়ে গোল শোধে মরিয়া হয়ে খেলতে থাকে আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ৬২ মিনিটে গোলরক্ষকের দারুণ সেভে গোল বঞ্চিত হয় আর্জেন্টিনা। ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে খেলতে থাকে ম্যাচের ৭১ মিনিটে সুযোগ তৈরী করেও গোল করতে ব্যর্থ হয় আর্জেন্টিনা।

শ্রোতের বিপরীতে কয়েকটি পাল্টা আক্রমণ চালায় সৌদি আরব। তবে গোলের দেখা পায়নি তারাও। ম্যাচের ৭৮ মিনিটে ডি বক্সের বাইরে ফ্রি কিক পায় আর্জেন্টিনা। সেই ফ্রি কিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হয় লিওনেল মেসি। ম্যাচের ৮৩ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে বাড়ানো বলে মাথা ছোঁয়ান মেসি। তবে তা আটকে যায় সৌদি গোলরক্ষকের হাতে।

ম্যাচের ৮৯ মিনিটে সৌদি আরবের ডি বক্সের বাইরে আবারও ফ্রি কিক পায় আর্জেন্টিনা। তবে গোল করতে ব্যর্থ হয় তারা। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে গোলের খুব কাছে গিয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয় আর্জেন্টিনা। শেষ পর্যন্ত আর কোন গোল না হলে ২-১ গোলে হেরে মাঠ ছাড়ে মেসিরা।

বিভ্রান্তি ছড়ানো বন্ধ করুন

সৌদি আরবের সঙ্গে ম্যাচ দিয়ে নিজেদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে কাতারে আসার পর দু’দিন দলের সঙ্গে ভালো করে অনুশীলন করেননি দলের সবচেয়ে বড় তারকা লিওনেল মেসি। পরে একা একাই অনুশীলন করেছেন মেসি। এরমধ্যে ফোলা দেখা গেছে মেসির বাঁ পা। আর তাই শঙ্কা জাগে মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) নিজেদের প্রথম ম্যাচে মেসি মাঠে নামবে কিনা?

তবে সব শঙ্কা দূর করেছেন মেসি নিজেই। সৌদি আরবের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে মেসি বলেন, ‘দয়া করে আমাকে নিয়ে আপনারা বিভ্রান্তি ছড়ানো বন্ধ করুন। আপনারা কখনও বলছেন, আমি দলের সঙ্গে প্র্যাকটিস করিনি। কখনও বলছেন, একা একা করেছি। এসব নিয়ে কথা হয়েই যাচ্ছে । আসলে প্রথম ম্যাচটার জন্য নিজের মতো করে তৈরি হচ্ছিলাম।’

ক্লাব থেকে সরাসরি দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সব ফুটবলাররা। আর তাই আগের বিশ্বকাপগুলোর চেয়ে এই বিশ্বকাপ ব্যতিক্রম মনে করছেন মেসি। তিনি আরও বলেন, ‘আগের বিশ্বকাপগুলো থেকে সম্পূর্ণ অন্য পরিস্থিতিতে এবার বিশ্বকাপ খেলতে নামছি। আগে বিশ্বকাপ শুরুর আগে এক মাস ধরে জাতীয় দলের প্রস্তুতি চলতো। এবার সেই সুযোগ পাইনি। ক্লাবে খেলে বিশ্বকাপে এসেছি। বিশ্বকাপের গুরুত্ব সব সময়ই আলাদা। আর যেকোনো বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সৌদি আরবের বিপক্ষে ম্যাচটা ভালোভাবে শুরু করতে চাই।’

কুষ্টিয়ার আমলায় শেখ কামাল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফিন বলেছেন, খেলাধুলা ছেলেমেয়েদের মেধা বিকাশের সুযোগ দেয়। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলে, সেইসঙ্গে তারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। আজকের এই মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় এতো দর্শক খেলা উপভোগ করতে পেরেছে জেনে আমি ভীষণ আনন্দিত। আগামীতে এই মাঠ থেকে আরও ভালো খেলা উপহার দিতে চাই।

সোমবার (২১ নভেম্বর) বিকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা- সদরপুর হাইস্কুল ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত ‘শেখ কামাল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট’র ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ‘ফুটবল হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা-এটা হচ্ছে বাস্তবতা। কাজেই এই আমলা-সদরপুর এলাকা থেকে ফুটবল ◌েখলা সামনে এগিয়ে যাক, সেটাই আমরা চাই।’ এই আমলা এলাকার কৃতি সাতারুরা দেশের মান উজ্জল করেছে। আমিও চাই ফুটবলেও তারা নৈপুন্যতা দেখাক।

আমলা সদরপুর স্পোর্টস একাডেমি আয়োজিত আজকের এই ফুটবল টুর্নামেন্টে উপস্থিত সর্বস্তরের মানুষকে নিঃসন্দেহে আনন্দ

দিয়েছে এবং অনুপ্রাণিত করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন খেলার মাঠে রাজৈনিতক বক্তব্য দেওয়া হয় যে খেলা হবে। আসলে আমি বলেত চাই এই আমলা-সদরপুর মাঠে সত্যিকার অর্থে ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলা হবে। এজন্য এ-ধরনের টুর্ণামেন্টের আয়োজন বেশি বেশি করা দরকার বলেও যোগ করেন তিনি। এমন একটি সুন্দর আয়োজনের জন্য আয়োজক কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের তিনি প্রশংসা করেন।

শেখ কামাল আন্তঃজেলা ফুটবল টূর্ণামেন্টের সভাপতি বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল কাদের, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, মিউচয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখার ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন, শেখ কামাল আন্তঃজেলা ফুটবল টূর্ণামেন্টের সাধারন সম্পাদক আতিকুজ্জামান বিশ্বাস শাকিল, উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আশকর আলী, ফকরুল আলম, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সদরপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মাজেদুর আলম বাচ্চু, আমলা বাজার কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক খাঁন, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, আমলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক শফিকুল ইসলাম আজম, সদরপুর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান নিয়াত আলী লালু, আমলাসদরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল গাফ্ফার, শেখ কামাল আন্তঃজেলা ফুটবল টূর্ণামেন্টের সাংগাঠনিক সম্পাদক আরিফুজ্জামান আরিফ, মাহাবুব হাসান রাজন, সাইফুজ্জামান হীরা, যোগাযোগ সম্পাদক এবাদত হোসেন কমল, মিডিয়া ও প্রচার সম্পাদক কাঞ্চন কুমার হালদার, জাহিদ হাসান, ক্রীড়া সম্পাদক মামুনুল ইসলাম ঝন্টু, ইমরান আলী, সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, জালাল উদ্দিন প্রমুখ।

এছাড়া উপজেলা ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কৃতি সাবেক ফুটবলারা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শক পরিপূর্ণ আমলা সদরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় অংশ নেয় মাগুরা ফুটবল একাদশ এবং কুষ্টিয়ার আমলা সদরপুর স্পোর্টস একাডেমি একাদশ। খেলায় অমিমাংশিত ভাবে শেষ হয়। পরে ট্রাইব্রেকারে কুষ্টিয়ার আমলা সদরপুর স্পোর্টস একাডেমি একাদশ ৪-৩ গোলে মাগুরা ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন দলের মাঝে এক লাখ টাকা ও রানারাআপ দলের মাঝে ৭০ হাজার টাকাসহ ট্রফি তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

খেলার শুরু থেকেই আমলা-সদরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে দর্শকদের উপচে পড়া ভীড় ছিল।

এরআগে গত ১ নভেম্বর আমলা সদরপুর মাধ্যমিক ফুটবল মাঠে ‘শেখ কামাল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট’র উদ্বোধন করা হয়। এতে আট জেলা দল অংশগ্রহণ করে। তারা হলো চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, মাগুরা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী ও স্বাগতিক কুষ্টিয়া জেলা দল

প্রথমবার মুখোমুখি ইংল্যান্ড-ইরান

এর আগে কখনও একে অন্যের মুখোমুখি হয়নি দুই দল। দুই দেশের ফুটবল ইতিহাসে এবারই প্রথম ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামছে ইরান। দুই দলের প্রথম দেখা, সেটিও আবার বিশ্বকাপের মঞ্চে। নিশ্চিতভাবেই ইতিহাস হয়ে থাকবে এই ম্যাচ।

আজ আসরের দ্বিতীয় খেলায় খলিফা ইন্টারন্যশনাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড ও ইরান। এর আগে কোনো টুর্নামেন্ট বা প্রীতি ম্যাচেই একে অপরের দেখা পায়নি তারা। এই ম্যাচেই ফুটবল ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দুই দল।

দুই দলের শক্তি সামর্থ্য হিসেবে ইরানের থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে ইংল্যান্ড। বর্তমান প্রজন্মের ক্লাব ফুটবলের বেশ কিছু তরুণ তারকা খেলোয়াড়সহ হ্যারি কেইনদের মতো অভিজ্ঞ তারকা সমৃদ্ধ ইংলিশরা এবার বিশ্বকাপে এসেছে শিরোপার দাবি নিয়েই।

ইরানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে অবশ্য সুখ-দুঃখের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ইংল্যান্ড কোচ গ্যারেথ সাউথগেটের মনে। ইঞ্জুরি থেকে পুরোপুরি

সেরে উঠেছেন দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কাইল ওয়াকার। তবে উল্টোদিকে ইঞ্জুরির কারণেই ম্যাচের আগের দিন অনুশীলন করতে পারেননি জেমস ম্যাডিসন। ইঞ্জুরির কারণেই ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপের স্কোয়াডেই জায়গা পাননি রিসে জেমস আর বেন চিলওয়েল। আজকের ম্যাচে ৪-৩-৩ ফরমেশনে ইংলিশদের আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার সম্ভাবনাই বেশি।

এশিয়ার অন্যতম সেরা হলেও ইউরোপীয়ান কোনো দলের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত জয়হীন ইরান। ইউরোপীয়ানদের বিপক্ষে ৮ ম্যাচ খেলে হেরেছে ৬ টিই।

এদিকে নানা ইস্যুতে বিশ্বকাপ থেকে ইরানকে বাদ দিতে ফিফার কাছে আবেদন করেছিলো কয়েকটি দেশ, তার ভেতর ছিলো ইংল্যান্ডও। ইরানকে বয়কটের ডাক দেওয়া সেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নিশ্চয় আজ পুষে রাখা মনের আগুন নেভাতেই মাঠে নামবে কার্লোস কুইরোজের শিষ্যরা।

প্রতিপক্ষ হিসেবে শক্তিশালী ইংল্যান্ডকে সামনে পেয়ে আজ হয়তো রক্ষণটাকেই জমাট করতে চাইবে ইরান। ৪-১-৩-২ ফরমেশনে রক্ষণাত্মকভাবে খেলেই আক্রমণ শানাতে চাইবে মেহেদী তারেমি বা সরদার আজমাউনরা।

ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধ শুরু আজ

করোনায় গোটা পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। করোনা ঝড় এখনো শেষ হয়নি। ঝড় সামলে গুছিয়ে ওঠা নতুন পৃথিবী আজ এক মঞ্চে চোখ রাখবে। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় খেলার আকর্ষণ বিশ্বকাপ ফুটবল। আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ একটা মঞ্চে দাঁড়াবে।

রাজনৈতিক হানাহানি, দেশে দেশে যুদ্ধ, মারণাস্ত্র নিক্ষেপ, যেখানে যেটাই হোক, বিশ্বকাপ ফুটবল ময়দানে ফোটা ফুলগুলো সৌরভ ছড়াবে আহত মানুষগুলোর মধ্যেও। করোনায় পেছায়নি একমাত্র খেলা সেটা বিশ্বকাপ ফুটবল। বাইশতম আসর বাইশেই হচ্ছে। বিশ্বকাপ ফুটবল জুনে শুরু হয়ে জুলাইয়ে শেষ হয়। এবার ব্যতিক্রম। শীত মৌসুমে নভেম্বরে শুরু হয়ে ডিসেম্বরে শেষ হচ্ছে।

এশিয়ার অন্যতম ধনী দেশ কাতারে হচ্ছে বিশ্বকাপ। উত্তপ্ত গরম, তাই বিশ্বকাপ শীতে আনা হয়েছে। ফিফার টেবিল থেকে সিদ্ধান্ত আনতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আয়োজকের নাম ঘোষণা হওয়ার পরও বহুভাবে চেষ্টা হয়েছিল যেন কাতার থেকে বিশ্বকাপের মঞ্চটা তুলে নিয়ে অন্য কোনো দেশে বসিয়ে দেওয়া হয়। গরমে খেলতে পারবে না বলে কাতারের কাছ থেকে কেড়ে নিতে কমচেষ্টা হয়নি। কাতার বলে দিল স্টেডিয়ামে ঠান্ডা বাতাস ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

কাতারে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপিয়ান দর্শক আসতে পারবে না। তারা যেমন পরিবেশ চায় সেটি দিতে আনন্দের চাদর দিয়ে ঢেকে দেবে কাতার। সেটিও করে দিল। কোনো ভাবেই কাতারকে তীরবিদ্ধ করা যাচ্ছিল না। গোটা দুনিয়া ছিল তাদের বিপক্ষে। কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। অবশেষে কাতারের মরুভূমিতে ইতিহাস লিখতে যাচ্ছে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল।

চাট্টেখানি কথা নয়। ২০০২ সাল, আজ থেকে ২০ বছর আগে যেখানে শতভাগ সুযোগসুবিধা থাকার পরও অর্থনৈতিক উন্নত দেশ জাপান-কোরিয়াকে যৌথভাবে বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করতে দিল ফিফা। আর সেখানে ২০ বিছর পর অপ্রতুলতার মধ্যে কাতারকে একাই আয়োজক বানিয়ে দিয়েছিল ফিফা। এটি একটি ইতিহাস যে, এশিয়ার প্রথম কোনো দেশ এককভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করছে। এটাই এশিয়ার শেষ আয়োজন কি না, নিশ্চিত না। তবে ৩২ দেশ নিয়ে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের এটাই যে শেষ বিশ্বকাপ। আগামী আসরে ৪৮ দেশ খেলবে।

আয়োজক দেশ হিসেবে কাতার লড়াই করবে। বাছাইয়ে খেলেছিল কাতার। বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে ঢাকায় এসেছিল। যোগ্যতার ভিত্তিতে না হলেও কাতার সরাসরি লড়াই করবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফুটবল ময়দানে এই যুদ্ধের লড়াইয়ে কাতার কোনো আলোচনায় নেই। সব আলো পড়ছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, পর্তুগাল, স্পেন, ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, বেলজিয়ামের দিকে। সার্বিয়া, তিউনিশিয়া, মরক্কো, ক্যামেরুন, পোল্যান্ড, ইকুয়েডর, ওয়েলস, কতটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে সেটা সময় বলে দেবে।

চিন্তার কথা হচ্ছে, কাতারের আবহাওয়া। এই আবহাওয়ায় ইউরোপীয়ান ফুটবলার কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলাররা কত দ্রুত মানিয়ে নিতে পারবে তা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। কারণ ইউরোপিয়ান ফুটবলাররা গরমে খেলতে এসে কষ্ট করতেই হবে। গরমের কারণেই বিশ্বকাপ আয়োজন শীতের সময়টাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। গ্রুপ পর্বের খেলা মাত্র তিনটি করে।

খেলা শুরু হয়ে মানিয়ে নিতে গিয়ে যদি আবহাওয়ার কাছে হেরে যায় তাহলে সেই দলের বিশ্বকাপ ফুটবল হবে সবচেয়ে বেদনাদায়ক। প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট হারালে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ফুটবল পণ্ডিতরা বলছেন, এক নম্বর দুই নম্বর দল যদি হয় ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা, তাহলে এর বাইরে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি সেমিফাইনালে যেতে পারে। এই হিসাব দলের শক্তির বিচারে।

ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলো ইউরোপে গিয়ে ভালো করে না। আবার ইউরোপিয়ান দেশগুলো ল্যাটিনে গিয়েও ভালো করে না। এই দেশগুলো কাতারে আসবে। এশিয়ার চারটি দেশ অস্ট্রেলিয়া, ইরান, জাপান, সৌদি আরব এসেছে বাছাই পর্ব হতে। আর কাতার এসেছে স্বাগিতক দেশ হিসেবে। এশিয়ান দেশগুলোর জন্য কাতারের আবহাওয়া হবে অনেকটাই পরিচিত। যেটা ইউরোপিয়ান কিংবা ল্যাটিনের দেশগুলোর জন্য কঠিন। যখন ইউরোপ এবং ল্যাটিনের দেশের বিপক্ষে এশিয়ার দেশের খেলা হবে তখন আবহাওয়ার কারণে এশিয়ানরা একটু এগিয়ে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সেই এগিয়ে থাকার সুযোগটা এশিয়ান দেশগুলো কীভাবে লুফে নিতে পারে সেটাও দেখার বিষয়। ল্যাটিন এবং ইউরোপিয়ান দেশ মানিয়ে নিতে গিয়ে যদি ভুল করে বসে তাহলে সেটা পূরণ করা কঠিন হয়ে যাবে। প্রথম দুটো ম্যাচ বড় ফ্যাক্টর হয়ে যাবে।

এবারের বিশ্বকাপে নতুন চ্যাম্পিয়নও হতে পারে। বিশ্বকাপের সবগুলো আসর দেখলে বলা যায়, চ্যাম্পিয়নরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রায়। শেষ বার নতুন চ্যাম্পিয়ন এসেছিল স্পেন ২০১০ সালে। কেউ বলতে পারে না ক্রোয়েশিয়া, বেলজিয়াম বেশি ভালো খেলে দিতে পারে। ব্রাজিল আর্জেন্টিনা দলে ছয়-সাত জন ভালো ফুটবলার রয়েছেন। যে কেউ একটা ম্যাচ বের করে দিতে পারেন। এখানেও একটা টেনশন আছে। সেটা হচ্ছে বিশ্বকাপের আগে ইউরোপের লিগ চলছিল। একের পর এক ইনজুরি হয়েছে। বিশ্রাম পায়নি। অন্যান্য সময় টিম কম্বিনেশনের সুযোগ ছিল। এবার সেটা হয়নি। খেলোয়াড়রা চোট পেয়ে চূড়ান্ত একাদশে ঢুকতে পারেননি। আবার কেউ চোট নিয়েই একাদশে ঢুকেছেন। কারণ, তাদের হাতে বিকল্প নেই। আবার এমন যদি হয় কারো মূল প্লেয়ারই ইনজুরিতে পড়ে গেলেন, কিংবা লালকার্ড পেয়ে মাঠ ছাড়লেন। তাহলে তো সেই দলগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ হবে।

চ্যাম্পিয়ন হতে হলে কমবেশি ম্যাচ জিততে হবে। ইউরোপের লিগে খেলে আসা ক্লান্ত ফুটবলাররা বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচ পর্যন্ত দৌড়াতে গিয়ে কতটা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবেন সেটাও একটা ভাবনার বিষয়। তার ওপর এশিয়ার আবহাওয়া বাধা তো আছেই। আর কোনো

কথা নয়। টিভির পর্দায় বসে পড়ুন। হাতে রাখুন খাতাকলম। হিসাব করুন প্রিয় দল কোথায় যায়। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান হতেই আজ শুরু ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধ।

দামুড়হুদায় আর্জেন্টিনা ভক্তদের এক হাজার ফুট পতাকা বানিয়ে আনন্দ র্যালী

কাতার বিশ্বকাপ আর মাত্র একদিন বাকি ফুটবল বিশ্বকাপের আমেজে দামুড়হুদায় গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে আর্জেন্টিনা ভক্তদের এক হাজার ফুট পতাকা বানিয়ে আনন্দ র্য্যালী ও দেশের বর্তমান প্রজন্মের আধুনিক ম্যাজিশিয়ান যাদু শিল্পী মোহাম্মদ আলীর যাদু পরিদর্শন করেছেন দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠে।

১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রতিযোগিতার আয়োজন শুরু হয়। এবার ৯২ বছর বয়সে পা রাখতে যাচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ আর মাত্র একদিন পরেই শুরু হতে যাচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ।

আগামীকাল ২০ নভেম্বর রবিবার স্বাগতিক কাতার ও ইকুয়েডরের ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে ২০২২ বিশ্বকাপের। দরজায় কড়া নাড়ছে কাতারে শুরু হতে যাওয়া ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ -২০২২ । বিশ্বকাপ ফুটবলের উত্তেজনার ঢেউ দামুড়হুদাতে আছড়ে পড়ছে। দামুড়হুদা উপজেলায় অলিতে গলিতে দেখা যাচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবলের আমেজ। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দেশের পতাকা বিক্রির ধুম পড়েছে। পছন্দের দেশের পতাকা উড়তে শুরু করেছে বাসার ছাদে।বাসা বাড়ির ছাদ, দোকান,গ্রামে গ্রামে ছেয়ে গেছে বিশ্বকাপের ফেভারিট দলগুলোর রঙিন সব পতাকায়।যার বেশিরভাগই আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের পতাকা। পতাকার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পাড়া মহল্লা ও চায়ের দোকানে যুক্তিতর্কে মেতে উঠেছে ফুটবল প্রেমীরা। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রিয় দলের জার্সি কিনতে খেলাঘর গুলোতে বেড়েছে ক্রেতাদের ভিড়। প্রিয় দলের খেলা উপভোগ করতে ইলেকট্রনিক্স পণ্যের দোকান গুলোতেও টিভি বিক্রির ধুম পড়েছে।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বিক্রির দোকানে গিয়ে জানা যায় এখন বিভিন্ন দলের জার্সির চাহিদা বেড়েছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের জার্সি চাহিদা একটু বেশি।

জানা যায় দামুড়হুদায় শুভ’র উদ্যোগে “১৫ মেসি সংগঠন” এর পক্ষ থেকে বন্ধুদের নিয়ে এবং চুয়াডাঙ্গা, দর্শনা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, সহ বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে আগত মেসির শত শত ভক্তদের নিয়ে ৩০ হাজার টাকা ব্যায়ে এক হাজার ফুট লম্বা আর্জেন্টিনার পতাকার এক বিশাল র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৯ সালে করোনার চরম প্রকোপ ছিল। তখন সংগঠনটি নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে ৫০০ কেজি আটা বিতরণ করেন।

সর্বশেষ ২০২২ সালে ৩৫ পাউন্ড কেক কেটে মেসির জন্মদিন পালন করেন। ২০২০ সালে করোনা লকডাউনের সময় দামুড়হুদা কফি হাউজে” মেসির জন্মদিন পালন করতে গিয়ে সংগঠনের ১৫ জনকে ১৫০০ টাকা ভ্রাম্যমাণ আদালত জরিমানা করা হয় এবং কফি হাউজের ৫০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এই সংবাদ স্পেনের শীর্ষ লীগ লালিগাতে বাংলাদেশের জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূইয়া তুলে ধরেন। সেই সাথে আর্জেন্টিনার প্রথম সারির প্রত্রিকায় সংগঠনটির জরিমানার নিউজ প্রকাশিত হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদার “১৫ মেসি ভক্ত” সংগঠনের প্রধান শুভ বলেন, আমরা মেসির ভক্ত। এবারই মেসির শেষ বিশ্বকাপ। আশাকরি মেসির হাত থেকে একটা বিশ্বকাপ চাম্পিয়ানের শিরোপা আসুক। একটি সুন্দর খেলা ভক্তদের উপহার দিবে সেটাই প্রত্যাশা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দিপু, মাফি, আদিব, সাজন, সোহাগ, আসিফ, মতিয়ার, শামিম, তন্ময় সহ শত শত মেসি ভক্ত।

মেসিকে ট্রফি নিয়ে ফেরার

অনুরোধ ম্যারাডোনা-কন্যার

মরুর দেশে বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র ২ দিন বাকি। গত বুধবার বিশ্বকাপের আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে বড় জয় পেয়ে গতকাল কাতারে পা রেখেছে লিওনাল মেসিরা।

বর্তমানে দারুণ ছন্দে রয়েছে আর্জেন্টিনা দল। এ দলের তারকা খেলোয়াড় মেসির শেষ বিশ্বকাপ এটি। তাই দলের প্রতিটি খেলোয়াড় তাদের সেরাটা দিয়ে এ মেসির হাতে ট্রফি তুলে দিতে চায়। অন্যদিকে লিওনাল মেসিকে বিশ্বকাপ নিয়ে দেশে ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন প্রয়াত কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনার কন্যা দালমা। সমপ্রতি এক ভিডিওতে ম্যারাডোনা কন্যা দালমা বলেন, মনে রেখো, আমার বাবা কিন্তু তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। ধরে নিতে পার, তিনিই এই দলের দ্বাদশ ব্যক্তি। এ বারের বিশ্বকাপে বাবার না থাকা প্রত্যেক মুহূর্ত উপলব্ধি করছি। তাই মেসির কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, এবার বিশ্বকাপ নিয়ে দেশে ফিরতেই হবে। তা হলেই বাবা সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাবেন। মনে রেখো, উনি কিন্তু তোমাদের দেখছেন।

আগামী ২২ নভেম্বর কাতার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। গ্রুপের বাকি দুই দল মেক্সিকো এবং পোল্যান্ড।

কাতারেই শেষবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপে নামছেন মেসি। বিশ্বকাপ জিতে তিনিও বিদায় স্মরণীয় করে রাখতে চাইছেন। একই সঙ্গে ম্যারাডোনাকে টপকে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে আর্জেন্টিনার অধিনায়কের সামনে। এখনো পর্যন্ত ফুটবল বিশ্বকাপে আর্জেন্টাইন হিসেবে সব থেকে বেশি ম্যাচ খেলেছেন ম্যারাডোনা। চারটি বিশ্বকাপ মিলিয়ে মোট ২১ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। অন্যদিকে মেসি চারটি বিশ্বকাপে খেলেছেন ১৯ ম্যাচ। অর্থাৎ এই বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচে খেললেই দিয়াগোর এই নজির ভেঙে ফেলবেন ‘এলএমটেন’।

এমনকি আসন্ন বিশ্বকাপে ম্যারাডোনার গোলের সংখ্যাকেও টপকে যেতে পারেন মেসি। বিশ্বকাপে ২১ ম্যাচ খেলে ৮টি গোল করেছেন ম্যারাডোনা। এর মধ্যে ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে ৫ ম্যাচে ২ গোল করেছিলেন তিনি। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচে করেছিলেন ৫ গোল। ম্যারাডোনার নেতৃত্বে সেই মেক্সিকো বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচ খেলে একটিও

গোল করতে পারেননি দিয়াগো। ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপে ২ ম্যাচ খেলে এক গোল করেছিলেন তিনি। বিশ্বকাপের মাঝেই ডোপ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে আর খেলতে পারেননি দিয়াগো। অন্যদিকে মেসি বিশ্বকাপে এখনো পর্যন্ত ৬টি গোল করেছেন। ২০০৬ সালের বিশ্বকাপে ৩ ম্যাচ খেলে ১টি গোল করেছেন তিনি। ২০১০ সালে ৫ ম্যাচ খেলে একটিও গোল করতে পারেননি মেসি। ২০১৪ সালের বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচে ৪টি গোল করেছিলেন তিনি। ২০১৮ সালে ৪ ম্যাচে ১টি গোল করেছেন মেসি।

অর্থাৎ, এ বারের বিশ্বকাপে ৩টি গোল করলেই ম্যারাডোনাকে টপকে যাবেন মেসি। এমনকি বিশ্বকাপের মঞ্চে অ্যাসিস্টের দিক থেকেও ম্যারাডোনাকে পিছিয়ে দিতে পারেন মেসি। ৮টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। এর মধ্যে ৫টি অ্যাসিস্ট করেছিলেন ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে। মেসি এখনো পর্যন্ত বিশ্বকাপে ৫টি অ্যাসিস্ট করেছেন। অর্থাৎ, এবারের বিশ্বকাপে চারটি অ্যাসিস্ট করলেই ম্যারাডোনাকে টপকে যাবেন মেসি।

দামুড়হুদা স্কুল, মাদ্রাসা ও ক্লাবের সদস্যদের মাঝে খেলার সামগ্রী বিতরণ

দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এলজি এসপি তিন প্রকল্পের বরাদ্দ হইতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের খেলার সামগ্রী বিতরণ করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে সদর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এই খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জানা গেছে, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এল জি এস পি প্রকল্পের বরাদ্দ হইতে কেশবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুশাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফকির পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দামুড়হুদা দশমী সরকারি

প্রাথমিক বিদ্যালয়, দামুড়হুদা সরকারী মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় দেউলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দামড়হুদা পাইলট হাই স্কুল, মিত্তাহুল কুরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসা, নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা, কেশবপুর উজ্জ্বল ক্লাব ও খা-পাড়া স্টার ক্লাবের সদস্যদের মাঝে ফুটবল, ক্রিকেট খেলার ব্যাড ও জার্সি বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শামীম রেজা, সদর ইউপি সদস্য শামসুল হক, হাসান আলী, কামরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, মতিয়ার সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, ক্লাবের সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

শিরোপার দৌড়ে সবার উপরে ব্রাজিল

শেষ হচ্ছে অপেক্ষার প্রহর। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই কাতারের মাটিতে পর্দা উঠবে বিশ্ব ফুটবলের সবেচেয়ে বড় মহাযজ্ঞের। বিশ্বজয়ের মহারণে মাঠ কাঁপাতে শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত দলগুলো। এরই মাঝে ভক্ত-সমর্থক থেকে শুরু করে ফুটবল বোদ্ধাদের মাঝে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে কে জিতবে বিশ্বকাপ এই নিয়ে।

বিভিন্নজন করেছেন ভবিষ্যদ্বাণী। কারো মতে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা এবার বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় দাবিদার, কেউ বা বলছে সর্বোচ্চ পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের কথাও। কারো কাছে শোনা যাচ্ছে বিশ্বকাপের শিরোপা নিজেদের কাছেই ধরে রাখবে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স।

তেমনভাবেই বৃটেনের ক্রীড়া বিশ্লেষণ কোম্পানি অপটা স্পোটর্স ডাটা জানিয়েছে এবারের বিশ্বকাপ জেতার দৌড়ে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে ব্রাজিল।

২০০২ সালের পর আর বিশ্বকাপ জিততে পারেনি ব্রাজিল। কাতার বিশ্বকাপ জয়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তাদের। ডাটা পর্যালোচনা করার পর এমনই তথ্য তুলে ধরেছে অপটা স্পোটর্স ডাটা কোম্পানি। কৃত্রিম উপায়ে

পারফরম্যান্সের পরিসংখ্যান মডেল ব্যবহার করে বিশ্বকাপ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

২০২২ বিশ্বকাপে কে জিতবে, সেটি জানাতে ভবিষ্যদ্বাণী মডেলে প্রতিটি ম্যাচের ফলাফলের সম্ভাব্য জয়, ড্র বা হার, পরিসংখ্যান ও পারফরম্যান্স, দলের র্যাংকিং, বাজির দর ব্যবহার করেছে অপটা স্পোটর্স ডাটা কোম্পানি।

অপটা স্পোটর্সের সব পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ব্রাজিলের। পাঁচবারের বিশ্বজয়ী সেলেসাওরাই এবার ট্রফি জয়ের জন্য ফেভারিট। মডেল অনুযায়ী ট্রফি জয়ে ১৬ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে ব্রাজিলের। ফেভারিট হিসেবেও ফাইনালে ওঠার সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে হলুদ জার্সিধারীদেরই।

বিশ্বকাপ জয়ে ব্রাজিলের পরের স্থানেই আছে আর্জেন্টিনা। এই বছরের বিশ্বকাপ জয়ে সম্ভাবনাময়ী দ্বিতীয় দল গ্রুপ সি’তে থাকা আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসির নেতৃত্বাধীন আলবিসেলেস্তাদের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা ১৩%।

অপটা স্পোটর্সের পর্যালোচনায় শিরোপা জয়ের শীর্ষ পাঁচ দলের তালিকায় আরও রয়েছে ফ্রান্স, স্পেন এবং ইংল্যান্ড। ফ্রান্সের ১২%, স্পেনের ৯% এবং ইংল্যান্ডের রয়েছে ৯% সম্ভাবনা।

শিরোপা জয়ে জন্য তৃতীয়স্থানে থাকলেও টুর্নামেন্টের নকআউট পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জনে সর্বোচ্চ ৯১% সম্ভাবনা রয়েছে ফ্রান্সের। শিরোপা জয়ে সবার উপরে থাকা ব্রাজিলের এক্ষেত্রে সম্ভাবনা ৮৯%।